[২০১৯] ৫ এস. সি. আর. ৩১৩

বিচারিক স্বচ্ছতা এবং সংস্কারের জন্য জাতীয় আইনজীবীদের প্রচারণা ও অন্যান্যরা

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ও অন্যান্যরা

(২০১৯-এর রিট পিটিশন (সি) নং .১৯১)

১২ই মার্চ, ২০১৯

[আর. এফ. নরিম্যান এবং ভাইন সারান, বিচারপতি দ্বয়]

আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১ - আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত একজন আইনজীবী 'এম. এন' সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ভয় দেখানোর এবং অপমান করার চেষ্টা করেছিলেন- সিদ্ধান্তঃ এই প্রথমবার নয় যে প্রশ্নবিদ্ধ আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ভয় দেখানোর এবং অপমান করার চেষ্টা করেছিলেন- ট্রাইবুনেল, বোম্বে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের সামনে আইনজীবীর আচরণের কথা বিবেচনা করে, এটি স্পষ্ট ছিল যে উক্ত আইনজীবী এই দেশে ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে পরাজিত করার জন্য একটি সুচিন্তিত আচরণ শুরু করেছিলেন -ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আদালত অবমাননা করার জন্য তাঁর উপর আরোপিত শাস্তি সম্পর্কে আইনজীবীকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি-আইনজীবী আইন, ১৯৬১।

ভারতের সংবিধান - ধারা ৩২ - দ্বিতীয় পর্যালোচনা-রিট পিটিশন, মূলত, ইন্দিরা জয়সিং বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দ্বিতীয় পর্যালোচনা চেয়েছে মহাসচিব এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে। (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৭৬৬-সিদ্ধান্তঃ সুপ্রিম কোর্ট রুলস, ২০১৩ এর ধারা ৫ এর অধীনে ইকোন্ড রিভিউ পিটিশন নিষিদ্ধ- অন্যথায়, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে ধারা ৩২-এর আবেদন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় না - সুপ্রিম কোর্টের বিধিমালা, ২০১ - অথবা.XLVII, পৃ.৫ ।

রিট পিটিশন খারিজ করে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

: ১. যখন আদালত অবমাননা করা হয়, তখন বিচারকদের হাত তাদের পিঠের পিছনে বাঁধা থাকে না। এই আদালতের মহিমা এবং ন্যায়বিচার প্রশাসন উভয়ই দাবি করে যে এই ধরনের অবমাননাকর আচরণ কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত। সুখদেব সিং সোধি বনাম প্রধান বিচারপতি এস. তেজা সিং মামলায় এই আদালতের একটি প্রাথমিক রায় সতর্কতার সাথে এগিয়ে যায়, তবে এটি স্পষ্ট করে দেয় যে যেখানে কোনও বিচারপতিকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, সেখানে আদালতের সামনে অবমাননার ক্ষেত্রে বিচারক নিজেই বিষয়টি পরিচালনা করা উচিত।

২. লেইলা ডেভিড (২) বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায়, আদালত অবমাননাকারীদের বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজন ছাড়াই আদালতের সামনে অবমাননা সংক্ষিপ্তভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে কিনা এবং সেখানে এবং তারপর তাদের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে দুই বিজ্ঞ বিচারকের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বিচারপতি পাসায়াত, রায় দিয়েছিলেন যে এটি প্রকৃতপক্ষে আদালতের কর্তব্য। গাঙ্গুলি, বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, লেইলা ডেভিড (৬) বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায়, আইনটি নিষ্পত্তি করে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে পাসায়াত, জে-এর দৃষ্টিভঙ্গি আইনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

৩. এই ধরনের আচরণ কঠোর শাস্তির দাবিদার। যদিও এই আদালত এই আদেশের মাধ্যমেই আইনজীবীকে শাস্তি দিতে পারত, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আদালতের সামনে অবমাননা করার জন্য তার উপর আরোপিত শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ আইনজীবীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

৪. রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে, রিট পিটিশন, মূলত, ইন্দিরা জয়সিংহ বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দ্বিতীয় পর্যালোচনার জন্য মহাসচিব এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে। অন্যথায়, এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ৩২ অনুচ্ছেদের একটি পিটিশন মিথ্যা নয়। এছাড়াও, আইনজীবী আইন, ১৯৬১-এর ধারা ১৬ (২) এমন একটি বিধান যা অসাংবিধানিক বলে বলা যায় না এবং প্রবীণ উকিলের পদবি পুরস্কারের বিষয় বা অধিকারের বিষয় হিসাবে হতে পারে না।

সুখদেব সিং সোধি বনাম প্রধান বিচারপতি এস . তেজা সিং [১৯৫৪] এস. সি. আর ৪৫৪; লেইলা ডেভিড (৬) বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৩৩৭: [২০০৯] ১৫ এস. সি. আর ৩১৭; আর. কে. আনন্দ বনাম দিল্লি হাইকোর্ট (২০০৯) ৮ এস. সি. সি ১০৬: [২০০৯] ১১ এস. সি. আর ১০২৬-এর উপর নির্ভর করেছিল।

লেইলা ডেভিড (২) বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯) ৪ এস. সি. সি. ৫৭৮: [২০০৯] ৪ এস. সি. আর. ১১৭১; ইন্দিরা জয়সিং বনাম সচিব এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। (২০১৭) ৯ এস. সি. সি. ৭৬৬: [২০১৭] ১০ এস. সি. আর. ৪৭৮; রাম নিরন্তর রায় বনাম বিহার ও অন্যান্য রাজ্য। (২০১৪) ১২ এস. সি. সি. ১১: [২০১৪] ৪ এস. সি. আর. ৫৮৩-উল্লিখিত।

হাইকোর্ট তার নিজস্ব প্রস্তাব বনাম নেদুমপারা ম্যাথিউস, ২০১২ সালের ৯ নং ফৌজদারি সুও মোটু অবমাননার পিটিশন

(বম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ১৮.০৯.২০১২ তারিখের আদেশ); ললিতা মোহন তেজওয়ানি বনাম স্পেশাল রিকভারি অফিসার, ২০১৩ সালের বিজ্ঞপ্তি অফ মোশন (এল) নং ১৭৫,২০১২ সালের রিট পিটিশন (এল) নং ২৭৭২ (বম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ); ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ফিনিক্স আলকেমি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ সালের কোম্পানি পিটিশন নং ৪২৩ (বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ); ব্রায়ান ক্যাস্টেলিনো বনাম সর্বশ্রী -এর অফিসিয়াল লিকুইডেটর। ২০১৩ সালের ২৩৩৪ (বম্বে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ১৫.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশ); আনন্দ আগরওয়াল এবং আরকজন বনাম বিলাস চন্দ্রকান্ত গাওকর এবং অন্যান্যরা । ২০১৭ সালের ৬১৪ নং বাণিজ্যিক মামলায় ২০১৭ সালের ৭০৬ নং (এল) প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি (এল) (অর্ডার তারিখ ০৫.০৩.২০১৮ বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত) -উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৭] ১০ এস. সি. আর ৪৭৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩,১৫,
[১৯৫৪] এস. সি. আর ৪৫৪	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৯
[২০০৯] ৪ এস. সি. আর ১১৭১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৯] ১৫ এস. সি. আর ৩১৭	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৪] ৪ এস. সি. আর ৫৮৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
১১ [২০০৯] ১১ এস. সি. আর ১০২৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২

দেওয়ানি মূল এখতিয়ার : রিট পিটিশন (দেওয়ানি) ২০১৯ সালের ১৯১ নং।

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

ম্যাথিউস বিচারপতি নেদুমপারা, এ. সি. ফিলিপ, রবিন মজুমদার, আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী

'আদালতের নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

আদেশ

১. বর্তমান রিট পিটিশনে যুক্তিতর্ক চলাকালীন, প্রিয়জনদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ম্যাথিউস নেদুমপারা অভিযোগ করেন যে আদালতের বিচারপতিরা প্রবীণ আইনজীবী হিসাবে ব্যক্তিদের মনোনীত করার জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য, কারণ তারা কেবল বিচারকদের আত্মীয়দের সিনিয়র আইনজীবী হিসাবে মনোনীত করেন। এই ধরনের পদবি অনুদানের বিষয় হিসাবে দেওয়া উচিত কিনা জানতে চাইলে, শ্রী নেদুমপারা শ্রী ফালি এস নরিম্যানের নাম গ্রহণ করেন। আদালত যখন সতর্ক করে, তখন তিনি শ্রী ফালি এস নরিম্যানের নাম আবার গ্রহণ করেন, তারপর আদালত কর্তৃক শ্রী ফালি এস নরিম্যানের নাম নেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি অবিলম্বে তা অস্বীকার করেন। আদালতে উপস্থিত অন্যরা যখন তাঁকে প্রবীণ আইনজীবীর নাম শুনেছেন, তখনই তিনি এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হন।

২. আমাদের অভিমত হল যে, বর্তমান মামলায় তাঁর নামের সঙ্গে কোনও প্রাসঙ্গিকতা না থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর নাম নেওয়ার একমাত্র কারণ হল আদালতকে ধোঁকা দেওয়া এবং আমাদের মধ্যে একজনকে বিব্রত করা। শ্রী নেদুমপারা তখন এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিভিন্ন বিবৃতি দিতে এগিয়ে যান। তিনি বলেছিলেন যে, "আপনার প্রভুদের অবমাননার বিশাল ক্ষমতা রয়েছে, এবং তিহার জেল এখনও অবধি নেই।" তিনি আরও বলেছিলেন যে আইনজীবীরা বিচারকদের মতো এবং অবমাননা থেকে মুক্ত, কারণ তারা আইন দ্বারা সুরক্ষিত। তিনি আরও বলেছিলেন যে একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনও মানহানি হতে পারে না, পাশাপাশি একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনও অবমাননার মামলাও হতে পারে না, কারণ এটি আইনজীবীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে, যা তাদের পুরোপুরি উপভোগ করা উচিত। এই সমস্ত বিবৃতি সরাসরি ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে প্রভাবিত করে এবং আদালতের প্রতি অবমাননা।

৩। এই প্রথমবার নয় যে এই বিশেষ আইনজীবী এই আদালতের বিচারকদের তিরস্কার ও অপমান করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশেষ উকিলের শৈলী হল ল্যাটিন উক্তি উদ্ধৃত করে তর্ক করা, এবং যখন সে জানতে পারে যে আদালত তার সাথে নেই, তখন অপমানজনক হতে শুরু করে। আমরা আরও দেখতে পাই যে এই আইনজীবীকে হতাশাজনক মামলা এবং প্রচেষ্টায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অবহিত করা হয়, আদালতকে তিরস্কার করে, বিচক্ষণ আদেশ পাওয়ার জন্য, যা অন্যথায় কোনও আদালত দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা দেখতে পেলাম যে

আমাদের সামনে এই আইনজীবীর বেশিরভাগ উপস্থিতি এমন মামলাগুলিতে হয়েছে যেখানে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত খেলাপি হয়েছে, যার ফলস্বরূপ তাদের বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করার জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে হস্তান্তর করতে হয়। এই পর্যায়ে শ্রী নেদুমপারাকে কোনওভাবে নিলাম বিক্রয় স্থগিত রাখার জন্য অবহিত করা হয়। এমনকি বর্তমান রিট পিটিশন এমন একটি মামলা যেখানে ইন্দিরা জয়সিং বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, (২০১৭) ৯ এসসিসি ৭৬৬-এর এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন ইতিমধ্যে খারিজ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বিধি , ২০১৩-এর আদেশ এক্সএলভিআইআই রুল ৫ দ্বারা দ্বিতীয় পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষিদ্ধ বলে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে, শ্রী নেদুমপারা ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা রিট পিটিশনের আকারে দ্বিতীয় পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন। এটি ছাড়াও, উক্ত আইনজীবী ইতিমধ্যে একজন আইনজীবীর অনুপযুক্ত আচরণে লিপ্ত হয়েছেন, যা ২০১৮ সালের স্পেশাল লিভ পিটিশন (দেওয়ানি) নং .২৬৪২৪-এ ১৯.১১.২০১৮ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা লক্ষ্য করা গেছে, যা এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ

"আদেশ
২০১৮ সালের ১৬৩০২০ নম্বরের ১৬৩০১৯ নম্বর এবং ২০১৮ সালের এস. এল. পি (সি) নম্বরের ২৬৪২৪ নম্বরের ১৬৪১৪৫ নম্বর খারিজ করা হয়েছে। আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী ম্যাথিউস নেদুমপারা ২২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে আমাদের সামনে হাজির হন। তিনি বলেন যে ২২ অক্টোবর, ২০১৮ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আদালত তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের জন্য ২২ অক্টোবর, ২০১৮ থেকে এক সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করে। আদেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ

"যদি এক সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদান না করা হয়, তবে এই আদালতে আর উল্লেখ না করেই বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করা হবে।"

২. এক সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি এবং তাই এই আদালতে আর উল্লেখ না করেই বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তবে, ২০১৮-র ১৪ই নভেম্বর এ. ও. আর-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে শ্রী নেদুমপারা আমাদের সামনে একই বিষয় উল্লেখ করেন, আমাদের না জানিয়ে যে এস. এল. পি ইতিমধ্যেই এই আদালতে উল্লেখ না করেই খারিজ হয়ে গিয়েছে। ২০১৮-র ২২শে অক্টোবরের আদেশ দমন করে শ্রী নেদুমপারা ২০১৮-র ১৪ই নভেম্বর এই বেঞ্চ থেকে একটি আদেশ পান, যাতে বলা হয়ঃ

"সোমবার, ১৯ * নভেম্বর, ২০১৮-এর তালিকা সহ আইএ নং, ১৬৩০১৯/২০১৮-অর্ডার সংশোধনের

জন্য আবেদন এবং আইএ নং. ১৬৩০২০/২০১৮-নির্দেশের জন্য আবেদন।

৩. আজ যখন বিষয়টি আমাদের সামনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তখন আমরা শ্রী নেদুমপারাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি, কেন তিনি ২২শে অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের আদেশটি আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি, যখন বিষয়টি ১৪ই নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আমাদের সামনে উল্লেখ করা হয়েছিল। এর কোনও উত্তর আমরা তখন পাইনি। তখন আমরা শ্রী নেদুমপারাকে বলেছিলাম যে, আদালতে উপস্থিত একজন আইনজীবী হিসাবে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হল আদালত থেকে কোনও আদেশ পাওয়ার আগে সমস্ত বস্তুগত তথ্য আদালতের কাছে প্রকাশ করা। আমরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ভবিষ্যতে এই আদালতে উপস্থিত হওয়া কোনও আইনজীবীর এই ধরনের অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি এই আদালতে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে। আমরা ভারী খরচ চাপিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলাম কিন্তু তা করিনি কারণ আবেদনকারী, যার পক্ষে শ্রী নেদুমপারা উপস্থিত হয়েছেন, ইতিমধ্যেই আর্থিকভাবে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছেন বলে মনে হয়।

৪. আমরা আরও দেখতে পাই যে শ্রী নেদুমপারা বম্বে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল এবং বোম্বে হাইকোর্টের সামনে বারবার ভুল আচরণ করেছেন। এটি বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত কিছু আদেশে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে, উচ্চ আদালতে তার নিজস্ব প্রস্তাব বনাম নেদুমপারা ম্যাথিউস, ২০১২ সালের ৯ নং ফৌজদারি সুও মোটু অবমাননা পিটিশন, ১৮.০৯.২০১২ তারিখের একটি আদেশ নথিভুক্ত করা হয়েছেঃ

"১..... শ্রী ম্যাথিউস আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে আদালত ন্যায়বিচারের একজন সেবক এবং তার কথা শুনতে বাধ্য। বার বা মামলার কোনও সদস্যই জোর দিয়ে বলতে পারবেন না যে বিষয়গুলির উল্লেখ বা তালিকাভুক্তি তার সুবিধাজনক হওয়া উচিত। শ্রী ম্যাথিউস আদালতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত। এই আদালতের বেশ কয়েকটি বেঞ্চ রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দিয়েছে যে তার বিষয়গুলি সেই বেঞ্চগুলিতে তালিকাভুক্ত না করা হোক। আজ, তাকে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও, শ্রী ম্যাথিউস কার্যবিবরণী ব্যাহত করার জন্য, বিষয়গুলিকে বাতিল করার জন্য বদ্ধপরিকর। এই আদেশ দেওয়ার আগে, যা আমরা চরম সতর্কতার সাথে করি, আমরা শ্রী ম্যাথিউসকে নোটিশ দিয়েছি যে, যদি তিনি আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত করতে থাকেন, তাহলে আদালতের ১৯৭১ সালের আদালত অবমাননা আইনের বিধান অনুসারে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকবে না। দুর্ভাগ্যবশত, তার আচরণে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

২. ..... যদি বারের কোনও সদস্য বা মামলাকারী জনসাধারণকে তার সুবিধামত কোনও বিষয় আদালতকে গ্রহণ করতে বাধ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে আদালতের সুশৃঙ্খল কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শ্রী ম্যাথিউস কার্যধারা ব্যাহত করতে অবিরত রয়েছেন এবং কাউন্সেলিংয়ের প্রতি কর্ণপাত করেননি।

৩. এই পরিস্থিতিতে রেজিস্ট্রিকে জনাব নেদুমপারা ম্যাথিউসকে কারণ দর্শানোর জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে আইনজীবী তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে কেন তাঁর বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণ করা উচিত নয় তা উল্লেখ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিটির শুনানি কাজের দায়িত্ব অনুসারে উপযুক্ত বেঞ্চের সামনে রাখা হবে।

ললিতা মোহন তেজওয়ানি বনাম স্পেশাল রিকভারি অফিসার, ২০১৩ সালের প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি (এল) নং ১৭৫,২০১২ সালের রিট পিটিশন (এল) নং ২৭৭২-এ, ২০.০৬.২০১৩ তারিখের আদেশ দ্বারা, বোম্বে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা ফৌজদারি অবমাননার জন্য একটি স্বতঃপ্রণোদিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ উল্লেখ করে '

"৫, ২০১৩ সালের ৮ই মে যখন বর্তমান প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়, তখন জনকল্যাণ সহকারী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিকের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী (এখানে ২ নং উত্তরদাতা) জনকল্যাণ সহকারী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক শ্রী এ. এস তাম্বের ২৫শে মার্চ ২০১৩ তারিখে একটি হলফনামা জমা দেন, যা ইঙ্গিত করে যে এই আদালতের বর্তমান বিচারক হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়া একজন ব্যক্তি একটি মোবাইল ফোন থেকে শ্রী এ. এস তাম্বের সাথে কথা বলেছেন যা শ্রী ম্যাথিউস জে নেদুমপারার বলে মনে করা হয়।

XXX XXX,

"৮. হলফনামায় বলা হয়েছে যে শ্রী তাম্বে মোবাইল নম্বর সহ একজন ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করেছেন যেমনঃ ৯৮২০৫৩৫৪২৮ এবং অন্য প্রান্তে থাকা ব্যক্তি তাকে বলেছিলেন যে," আমি এখানে (এই আদালতের একজন বর্তমান বিচারকের নাম), ম্যাথিউস আমার সামনে আছেন। আপনার আইনজীবীকে আমাকে ফোন করতে বলুন। "তাম্বের হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে উক্ত মোবাইলটি আইনজীবীদের সংস্থার-মেসার্স-এর। 'নেদুমপারা এবং নেদুমপারা, যারা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হন।

৯. উপরের হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৩ সালের ১৩ই জুন পক্ষগুলির কথা শোনার পর, এই আদালত পরিষেবা প্রদানকারী ভোডাফোন লিমিটেড এবং আইডিয়া সেলুলার লিমিটেডকে ৪ঠা মার্চ ২০১৩ এবং ৫ই মার্চ ২০১৩-এর জন্য তিনটি সেল নম্বর-৯৮২০৫৩৫৪২৮,৯৮১৯৮৪৬৩৩৩ এবং ৮১০৮০৬৬২০২-এর কলের বিবরণ নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়।শ্রী . তাম্বের ২৫ মার্চ ২০১৩ তারিখের হলফনামায় করা অভিযোগের কোনও সত্যতা আছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য এই তথ্যটি প্রয়োজনীয় ছিল।

১০। আজ, কলের বিবরণ নথিভুক্ত করে, উক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা দাখিল করা হলফনামার অনুলিপিগুলি আদালতে আইনজীবী শ্রী নেদুমপারার কাছেও সরবরাহ করা হয়েছে। আমরা ২৫শে মার্চ ২০১৩ তারিখের শ্রী এ. এস. তাম্বের হলফনামার একটি অনুলিপি পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলাম যা সিল করা খামে রাখা হয়েছিল, আইনজীবী শ্রী ম্যাথিউস বিচারপতি নেদুমপারার কাছে এবং আমাদের উপস্থিতিতেও এটি করা হয়েছিল। কল নথিগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে, আমরা দেখতে পাই যে উপরের তিনটি মোবাইল সেল নম্বরের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে।

১১.ভোডাফোন (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী, ৯৮২০৫৩৫৪২৮ নম্বরটি শ্রী ম্যাথিউস জে নেদুমপারার নামে এবং ৯৮১৯৮৪৬৩৩৩ মোবাইল নম্বরটি আবেদনকারীর পুত্র শ্রী সঞ্জীব মোহন তেজওয়ানির। যদিও আইডিয়া সেলুলার লিমিটেডের পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী, ৮১০৮০৬৬২০২ মোবাইল নম্বরটি শ্রী সঞ্জয় ভি কালে-এর নামে গ্রাহক করা হয়েছে, যা জন কল্যাণ সহকারী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ঠিকানা। চেম্বুর, মুম্বাই ৪০০ ০৭১। উত্তরদাতা-ব্যাঙ্কের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে মোবাইল নম্বর. ৮১০৮০৬৬২০২ বর্তমানে উত্তরদাতার সহকারী মহাব্যবস্থাপক শ্রী এ. এস. তাম্বে ব্যবহার করছেন। শ্রী ম্যাথিউ বিচারপতি জাম্প স্বীকার করেছেন যে মোবাইল নম্বরটি ৯৮২০৫৩৫৪২৮তাঁর নিজের মোবাইল নম্বর।

১২। পরিষেবা প্রদানকারীদের হলফনামার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে, এটি প্রতীয়মান হয় যে শ্রী এ. এস. তাম্বের হলফনামায় দেওয়া বিবৃতিগুলি যদি সঠিক হয়, তবে সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফৌজদারি অবমাননার সমান হবে যিনি সেল নম্বর ৯৮২০৫৩৫৪২৮ থেকে শ্রী এ. এস. তাম্বের সাথে কথা বলেছেন। ভোডাফোনের নথি অনুসারে, উক্ত সেল নম্বরটি অ্যাটর্নি শ্রী ম্যাথিউস বিচারপতি নেদুমপারার এবং শ্রী ম্যাথিউস বিচারপতি নেদুমপারা স্বীকার করেছেন যে এটি তাঁর মোবাইল নম্বর। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, মনে হয় যে এটি আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে সুও মোটু কার্যধারা শুরু করার জন্য উপযুক্ত মামলা এবং অ্যাটর্নি শ্রী ম্যাথিউস বিচারপতি নেদুমপারাকে উত্তরদাতা নম্বর হিসাবে যোগ দেওয়া হবে এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য সুও মোটু অবমাননা কার্যধারায় ২ নং উত্তরদাতা হিসাবে।

১৩. আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এ সংজ্ঞায়িত ফৌজদারি অবমাননার জন্য শ্রী ম্যাথিউস জে নেদুমপারার বিরুদ্ধে কেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয় তার কারণ দেখানোর জন্য রেজিস্ট্রি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। যেহেতু, এই আদালত কেবল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করছে এবং এই পর্যায়ে রুল জারি করছে না, তাই আর কোনও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নেই।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ফিনিক্স অ্যালকেমি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ সালের কোম্পানি পিটিশন নং ৪২৩, ০১.০৩.২০১৪ তারিখের এক আদেশ অনুসারে, বোম্বে হাইকোর্ট "শ্রী ম্যাথিউস নেদুমপাড়া, প্রাক্তন পরিচালকদের পক্ষে আইনজীবী" শিরোনামে বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ উৎসর্গ করেছে। এই উপ-শিরোনামের অংশগুলি নিম্নরূপ:

"৫৮. আমি যখন শ্রী নেদুমপারাকে বলেছিলাম যে, সরকারি লিকুইডেটরের উকিলের পরে তাঁর তর্ক করার পালা আসবে, তখন তিনি অনড় ছিলেন এবং রক্ষণশীলতার এই বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। তিনি আদালতকে আক্রমণাত্মক, অসৎ এবং আপত্তিকরভাবে সম্বোধন করছিলেন। এটি বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলেছিল, সেই সময় আমি বারবার তাকে তার আসন নিতে এবং তার পালা অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছিলাম। এই সময়ে, তিনি আদালতের কথা শুনতেও রাজি ছিলেন না এবং আদালতকে সম্বোধন করতে এবং এমন মন্তব্য করতে থাকেন যা সবচেয়ে অনুপযুক্ত ছিল এবং এর ফলে তিনি শুনানির সুযোগ পাচ্ছেন না এবং আদালত থেকে "অপমান" করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

৫৯. আমার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, অফিসিয়াল লিকুইডেটরস প্রতিবেদনের বিষয়টি যাতে আর এগোতে না পারে, তার নিন্দা করার জন্য এটি একটি স্থগিত কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই প্রথম কয়েক মিনিট ধরে তাঁর আচরণ ছিল উচ্চস্বরে, উদ্ধত এবং অসম্মানজনক। আদালত জনবহুল ছিল এবং এটি প্রায় ছিল, যদি শ্রী নেদুমপারা গ্যালারিতে খেলতেন, তবে তিনি যা বলছিলেন তার বেশিরভাগই বিষয়টির সাথে বা তার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টির সাথে খুব কম সম্পর্ক ছিল।

XXX XXX

"৬২. অবশেষে, যখন শ্রী নেদুমপারাকে অফিসিয়াল লিকুইডেটরসপ্রতিবেদন ের জবাবে আদালতকে সম্বোধন করতে বলা হয়, তখন তিনি শুধুমাত্র সুরক্ষিত ঋণদাতাদের অনুরোধে একটি পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিষয়ে আদালতকে সম্বোধন করার জন্য জোর দিয়েছিলেন, যারা অন্যান্য প্রতিকার গ্রহণ করেছিল (বা যেমন তিনি এটিকে "নির্বাচিত" বলে উল্লেখ করেছেন)। এমনকি শুনানির এই অংশেও, শ্রী নেদুমপারা যেভাবে আদালতকে সম্বোধন করেছিলেন তাতে অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং আপত্তিকর ছিলেন। কারণ আদালত চেয়েছিল যে তিনি অফিসিয়াল লিকুইডেটরসপ্রতিবেদন ে এটি সম্বোধন করুন, তিনি বারবার বলেছিলেন যে কীভাবে তাঁর কথা শোনা হচ্ছে না। তাঁর স্বর এবং অভিপ্রায় ছিল অভিযোগমূলক, প্রায়শই ল্যাটিন ম্যাক্সিমসে তাঁর সবচেয়ে অনুপযুক্ত পরামর্শের প্রেক্ষাপটে যে তাঁর কথা শোনা হচ্ছে না বা তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে।

৬৩। এটি আবার বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলতে থাকে যার মধ্যে তিনি আদালতের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে বা আদালতের সামনে থাকা বিষয়/অফিসিয়াল লিকুইডেটরের প্রতিবেদন ের গুণাগুণ সম্পর্কে আদালতকে সম্বোধন করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিলেন।

৬৪, শ্রী নেদুমপারার আচরণ বাধাদানকারী ছিল এবং আমার মনে ন্যায়বিচারের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা এবং আদালতের মর্যাদা ও কর্তৃত্বকে অবনমিত করার অভিপ্রায় ছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমার মতে, আদালত আদালতের সামনে অবমাননা হিসাবে শ্রী নেদুমপারার আচরণের দিকে নজর দিতে এবং সংক্ষেপে এবং অবিলম্বে এটি মোকাবেলা করার বা আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১ এর অধীনে 'ফৌজদারি অবমাননা' হিসাবে বিবেচনা করার জন্য একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার পেত।

XXX XXX

" ৬৯. এই রায়গুলি প্রতিষ্ঠিত করে যে আইনজীবীদের আচরণ, যেমন আমি 'আদেশের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, ফৌজদারি অবমাননার জন্য কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করার বা অবিলম্বে এবং সংক্ষেপে আদালতের সামনে অবমাননা হিসাবে মোকাবিলা করার যথেষ্ট কারণ গঠন করতে পারে।

৭০. এই বলে যে, এই ক্ষেত্রেও আমি কিছুই করিনি। এই আদেশটি শ্রী ম্যাথিউ নেদুমপারার জন্য একটি কঠোর এবং চূড়ান্ত সতর্কবার্তা হোক যে আদালত এই আচরণকে সহ্য করবে না এবং ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি হয় তবে আদালত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে পারে।"

৫. এই আদেশের উত্তরসূরি হিসাবে শ্রী নেদুমপারা-এ একটি আবেদনপত্র দাখিল করেন। যা তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে বোম্বে হাইকোর্টের পূর্বোক্ত একক বিচারককে নেদুমপারাকে কোনও এক পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। এই আবেদনটি ব্রায়ান ক্যাস্টেলিনো বনাম মেসার্সের অফিসিয়াল লিকুইডেটর বনাম আর. টি. ই. সি সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ সালের ৪৫২ নম্বর কোম্পানির পিটিশনে ২০১৪ সালের ৩৪৭ নম্বর অফিসিয়াল লিকুইডেটরস প্রতিবেদন ে একটি আদেশের মাধ্যমে মোকাবিলা করা হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে জমা দেওয়ার সময়, একজন বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা একটি সংকলন জমা দেওয়া হয়েছিল। এটি উল্লিখিত আদেশের ১৩ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ প্রতিফলিত হয়ঃ

"১৩. শ্রী কাপাদিয়া একটি সংকলন জমা দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে (i) এই আদালতের একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত আদেশ যাএ আইনজীবী নেদুমপারার আচরণের কথা উল্লেখ করে

যে বিষয়গুলিতে তিনি উপস্থিত হন, (ii) মুম্বইয়ের ডেট এ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব, যেখানে আইনজীবী নেদুমপারা এবং/অথবা তাঁর জুনিয়ররা উপস্থিত হন সেখানে কোনও বিষয় গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত এবং (iii) গুরুতর অপরাধের জন্য মুম্বইয়ের ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা আইনজীবী নেদুমপারার বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগ। শ্রী কাপাডিয়া নথি/আদেশের উক্ত সংকলন থেকে উল্লেখ করেছেন যে নিম্নরূপঃ

(i) এই আদালতের তিনটি ডিভিশন বেঞ্চ এবং তিনজন একক বিচারক যে বিষয়গুলিতে আইনজীবী 'নেদুমপারা উপস্থিত হয়েছেন সেগুলিতে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছেন।

(ii) এ. এইচ. যোশী এবং এম. এল. এল.-এর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ। তাহালিয়ানি, বিচারপতি ২০১৩ সালের ১২৭২ নং রিট পিটিশনে ২২ মে, ২০১৩ তারিখের আদেশ অনুসারে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, ২০১৩ সালের রিট পিটিশন (এল) নং ১২৭২-এ অ্যাডভোকেট নেদুমপাড়া এবং তার মক্কেলের আচরণ নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন:

" ১. আদালতের প্রশ্নের উত্তরে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়।

২. হলফনামায় আবেদনকারী তার আইনজীবীদের মতামত হিসাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন, আবেদনকারীকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষ থেকে অসঙ্গতি প্রকাশ করেছেন। ভাষাটি খসড়া তৈরির শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ অভাব এবং আদালতের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবকে ইঙ্গিতের মতো দেখায়।

৩. যেহেতু মামলাকারী এবং আইনজীবী আদালতকে সম্মান করেন না এবং অশালীন ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তাই এই বেঞ্চের এই মামলার শুনানি না করা `প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হচ্ছে। তাই আমরা তা থেকে সরে যাচ্ছি।

৪. উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার স্বাধীনতা।

(iii)) ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের একক বিচারক আইনজীবী নেদুমপারার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি অবমাননার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন

(iv) ২০শে জুন, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ আইনজীবী নেদুমপারার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি অবমাননার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে

(v) এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা ৯ই এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আইনজীবী নেদুমপারার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি অবমাননার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অবমাননাকর অভিযোগ করেছেন।

একটি ক্ষমা প্রার্থনা নথিভুক্ত করার পরে, যা 'বিলম্বিত' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চ ১৩ অনুচ্ছেদে প্রকাশ করেছে যে সর্বশ্রী নেদুমপারা এবং নেদুমপারা সহ সমস্ত আইনজীবীদের কাছে একটি বার্তা যায় যাতে ভবিষ্যতে এই আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণ করার বা কোনও কার্যধারা শুরু করার কোনও সুযোগ না থাকে। কাপাডিয়া বলেন যে, উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি আইনজীবী নেদুমপারার জুনিয়রদের পক্ষ থেকে বেঞ্চের এক সদস্যের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে যোগাযোগের প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে এবং এরপরে মহামান্য প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লেখার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে, যিনি তাঁর বাসভবনে জুনিয়রদের কাছে শুনানি দিতে অস্বীকার করা বিজ্ঞ বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

(vi) ২০১৪ সালের ১লা অক্টোবরের একটি আদেশে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ আইনজীবী নেদুমপারার প্রত্যাহারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

(vii) সেই আইনজীবী নেদুমপারা ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, আইন ও বিচার মন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা ইত্যাদি-দের কাছে এই আদালতের সাংবিধানিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন, অবমাননাকর অভিযোগ তুলে চিঠি লিখেছেন।

(viii) ১৯শে মে, ২০১৪ তারিখের একটি প্রস্তাব মুম্বাইয়ের ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালের (ডি. আর. টি) তিনজন প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পাস করা হয়েছিল যে আইনজীবী নেদুমপারা বা তাঁর জুনিয়রদের কোনও বিষয় তাদের সামনে তালিকাভুক্ত করা হবে না। প্রস্তাবটি এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

" খোলা আদালত কক্ষে আজ আইনজীবী শ্রী ম্যাথিউস জে নেদুমপারা তাঁর জুনিয়র শ্রী নবনীত কৃষ্ণন, শ্রী নিশান্ত, 'শ্রীমতি রোহিণী এবং অভিযুক্ত মক্কেলদের নিয়ে একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন এবং ট্রাইবুনেলের সুষ্ঠু কাজকর্ম এতটাই থেমে গেছে যে ন্যায়বিচার প্রদান ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা আদালতে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ট্রাইবুনেলের মর্যাদা ও আস্থা হ্রাস করা হয়েছে এবং ট্রাইবুনেলের সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের অসন্তুষ্ট করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের প্রিজাইডিং অফিসারদের

তাদের চেম্বারে অবসর নিতে হবে এবং এই বিষয়ে মুম্বাইয়ের ডিআরটি আই-এর প্রিজাইডিং অফিসার পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন।আমরা আশঙ্কা করছি যে এই ধরনের খারাপ ও অশান্ত পরিস্থিতি আবার ঘটতে পারে এবং ট্রাইব্যুনালগুলির কাজকর্ম বিঘ্নিত হতে পারে। পরিস্থিতির মাত্রা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা সকলেই অনুভব করেছি যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতিটি বিকৃত হতে পারে যে উপরোক্ত আইনজীবীরা যে বিষয়গুলিতে নিযুক্ত রয়েছেন সেগুলি আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়, মামলাকারীরা যে মামলাগুলিতে উপরোক্ত আইনজীবীরা নিযুক্ত রয়েছেন সেগুলিতে অন্যান্য আইনজীবীদের নিযুক্ত করতে পারে। ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উপরোক্ত আইনজীবীরা যেসব মামলায় জড়িত, সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করতে এবং ট্রাইব্যুনালের সামনে তাদের মামলা উপস্থাপন না করতে। এই সিদ্ধান্ত অবহিত করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে।

এই প্রস্তাবের অনুলিপি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য ডি. আর. এ. টি মুম্বাই-এর মাননীয় সভাপতির কাছেও পাঠানো হয়েছে।

তারিখ এই ১৯ শতাংশ মে, ২০১৪।

(ix) যে মুম্বাইয়ের ডি. আর. টি দ্বারা একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, অভিযোগ করা হয়েছে

আইনজীবী নেদুমপারা দ্বারা সংঘটিত ফৌজদারি অপরাধ।

এই অনুচ্ছেদটি পড়ার ফলে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, শ্রী নেদুমপারার ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের আতঙ্কিত করার এবং বোম্বে হাইকোর্টের বেশ কয়েকজন বিচারপতির সামনে তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অসংযত ভাষা ব্যবহার করার অভ্যাস রয়েছে। তারপর ২৩.১২.২০১৪ তারিখের আদেশে বলা হয়

" ৩৩, বর্তমান সময়ে বিচারের জন্য আদালতের সামনে বিপুল সংখ্যক বিরোধ আনা হয়। আর্থিক বিষয়গুলিও জড়িত ৫; বিষয়গুলিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির ব্যক্তিগত অবস্থা জড়িত থাকে, এবং এই বিষয়গুলি সর্বদা আবেগের সাথে জড়িত। তাদের আইনজীবীদের উপর মামলাকারীদের দাবি আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু আইনজীবী সহ অনেক অসৎ/মরিয়া মামলাকারী, যারা যতটা সৎ বলে আশা করা হয় ততটা সৎ নয়, এমন একজন বিচারককে এড়াতে কোনও প্রয়াস ছাড়েন না যা জি তারা অসুবিধাজনক বা প্রতিকূল বলে মনে করে বা বিষয়গুলিকে বিভ্রান্ত করতে বা কার্যধারা বিলম্বিত করতে এবং ন্যায়বিচারের গতিপথকে হতাশ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, তারা বিচারকদের সমালোচনা করার চেষ্টা করে, বিচারকদের উপর এই অভিপ্রায় নিয়ে অযাচিতভাবে অপবাদ দেয় যে বিচারক তাই আক্রান্ত হলে বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হবে। একজন বিচারক,

একজন বিচারক, যিনি সমালোচনা এবং উপহাসের ঝড়ে ভুগছেন, যদিও ভিত্তিহীন, তিনি ভিত্তিহীন সন্দেহ বা অভিযোগের ক্ষতি থেকে দূরে থাকার জন্য অথবা অজনপ্রিয় হওয়া এড়াতে অথবা মামলা-মোকদ্দমাকারী এবং/অথবা তাদের আইনজীবীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভারী করে তোলা কোনও বিষয়ের ভার গ্রহণ এড়াতে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন। তবে, সুব্রত রায়ের মামলায় (উপরে) সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, একজন বিচারক যিনি তাঁর বিরুদ্ধে করা সমালোচনা/ইঙ্গিতগুলি ভিত্তিহীন জেনেও প্রত্যাহারের পথ পছন্দ করেন, তিনি ভয় বা পক্ষপাত ছাড়াই ন্যায়বিচার প্রদানের শপথের প্রতি সত্য হবেন না। আমার মতে, একজন বিচারক তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি কঠিন পরিস্থিতি এড়িয়ে বা তুষ্টির পথ অনুসরণ করে বারের সদস্যদের মধ্যে বা জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেন। একজন বিচারক ভয় বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য এবং কোনও ধরণের জনপ্রিয়তা অর্জন না করার জন্য বিচার গ্রহণ করেন। আবার, তিনি যদি মনে করেন যে কোনও আইনজীবী বা মামলাকারীর মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে কোনও বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া সুবিধাজনক বলে মনে করেন তবে তিনি তাঁর শপথের প্রতি সত্য হবেন না, যিনি তাঁর সমালোচনা করে বা তাঁর উপর অপবাদ রেখে তাঁকে নিদ্রাহীন রাত দেন যা সম্পূর্ণ ভুল এবং অসত্য। এই ক্ষেত্রে, ট্রাইডস ব্যাংক এনভি বনাম জনগণের ক্ষেত্রে করা পর্যবেক্ষণগুলি সম্পূর্ণ ভুল এবং অসত্য।এই প্রসঙ্গে, ট্রায়োডোস ব্যাংক এনভি বনাম ডবস, [(২০০৫) ইডব্লিউসিএ ৪৬৮] এর ক্ষেত্রে করা পর্যবেক্ষণগুলি যথাযথ:

"যে বিচারকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়, সেই বিচারকের পক্ষে এটা বলা সবসময়ই প্রলুব্ধকর যে তিনি সমালোচক জড়িত থাকা পরবর্তী কার্যধারা শুনতে পছন্দ করবেন না। এটি সেই পথ বেছে নেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ কারণ বিচারক জানবেন যে সিদ্ধান্তটি তাঁর বিরুদ্ধে গেলে সমালোচক সম্ভবত অভিযোগের অনুভূতি নিয়ে চলে যেতে পারেন। সঠিক বা ভুলভাবে একজন মামলাকারী যার বিচারকের উপর আস্থা নেই, যিনি তার মামলা শুনছেন, তিনি অনুভব করবেন যে যদি তিনি হেরে যান, তবে কোনওভাবে তার বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়েছে। তবে একজন বিচারকের পক্ষে নিজেকে প্রত্যাহার করার প্রলোভন প্রতিরোধ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি করা আরও আরামদায়ক হবে। কারণটি হল-যখনই কোনও মামলাকারী-তা সে প্রতিনিধিত্বকারী মামলাকারীই হোক বা ব্যক্তিগতভাবে কোনও মামলাকারীই-বিচারকেরা নিজেদের সরিয়ে নিলে আমরা শীঘ্রই এমন অবস্থানে পৌঁছাতে পারি যেখানে মামলাকারীরা তাদের মামলাগুলি শোনার জন্য বিচারকদের নির্বাচন করতে সক্ষম হন, কেবল সমস্ত বিচারকদের সমালোচনা করে যে তারা তাদের মামলা শুনতে চান না। একজন মামলাকারীর পক্ষে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা সহজ হবে

যেখানে একজন বিচারক নিজেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য বোধ করবেন - কেবল এই কারণে যে তিনি সমালোচিত হয়েছেন - সেই সমালোচনা ন্যায্য হোক বা না হোক।

৩৪. অতএব, আমি মনে করি যে, যে কারণগুলির ভিত্তিতে আইনজীবী নেদুমপারা এবং তাঁর মক্কেল কর্তৃক প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভিত্তিহীন। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, এই আদালতকে প্রত্যাহার করার জন্য বর্তমান আবেদনটি, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ভাষা ধার করার জন্য, এই আদালতকে এড়ানো, বিষয়গুলিকে বিভ্রান্ত করা, কার্যধারা বিলম্বিত করা এবং ন্যায়বিচারের গতিপথকে হতাশ করার জন্য। আবেদনটি তাই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে শ্রী কাপাডিয়া তাঁর যুক্তির সমর্থনে যে নথির উপর নির্ভর করেছিলেন তার সংকলন নিয়ে কাজ করব না। পরিবর্তে আমি শ্রী কাপাদিয়ার সাথে যোগ দেব। চিনয়, বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরি, আইনজীবী 'নেদুমপারাকে অন্যের সাথে ত্রুটি খুঁজে বের করার আগে আত্মপরীক্ষা করার এবং নিজের দোষ খুঁজে বের করার পরামর্শ দেওয়ার সময়। আমি আন্তরিক আশা প্রকাশ করে শেষ করতে পারি যে আইনজীবী নেদুমপারার দ্বারা এই আদালতকে দেওয়া আশ্বাস যে তিনি শ্রী আস্পি চিনয়ের পরামর্শকে হৃদয়ে গ্রহণ করবেন, যে তিনি যেখানেই ভুল করেছেন সেখানে আত্মপরীক্ষা করবেন এবং নিজেকে সংশোধন করবেন, সঠিক চেতনায় পূরণ হবে।

৬.ললিতা মোহন তেজওয়ানি বনাম স্পেশাল রিকভারি অফিসার এবং সেলস অফিসার, জনকল্যাণ সহকারী ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং অন্যান্য ২০১৩ সালের ২৩৩৪ নং রিট পিটিশনে, বম্বে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ, ১৫.০৩.২০১৭ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, নিম্নরূপ নথিভুক্ত করেছেঃ

" ৩, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী নেদুমপারা উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি আদালতের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না কারণ আবেদনকারীর জন্য তাঁর "ডমিনাস লিটিস" শোনা উচিত। আমরা শ্রী নেদুমপারাকে তর্ক করতে বাধা দিইনি, তবে চেয়েছিলাম যে তিনি ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা মৌলিক বিষয়টির উত্তর দিন। এই পর্যায়ে, শ্রী নেদুমপারা যেভাবে নিজের আচরণ এবং আদালতের সামনে আচরণ করেছিলেন তা সবচেয়ে অবমাননাকর, অবমাননাকর, আদালতের মর্যাদাকে অবজ্ঞা করা, পাশাপাশি আদালতের একজন আইনজীবী ও কর্মকর্তার পক্ষেও অশোভন ছিল। আমাদের মতে, শ্রী নেদুমপারার এই আচরণ আদালতের মুখ অবমাননার সমান। শুধু তাই নয়, আদালতের একজন কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর আচরণও অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল। শ্রী নেদুমপারা কেবল আদালতে একটি দৃশ্যই তৈরি করেননি, বরং ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরও গালিগালাজ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ১ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী

এবং ২ উল্লেখ করেছেন যে প্রতিটি অনুষ্ঠানে শ্রী নেদুমপারা এইভাবে আচরণ করছেন এবং এইভাবে নিজেকে পরিচালনা করেছে।

৪, এরপরে যা ঘটেছিল তা আরও মর্মান্তিক। যখন শুনানি চলছিল এবং ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের কাছে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ কার্যধারার বিশদ বিবরণ নির্দেশ করছিলেন, তখন শ্রী নেদুমপারা যুক্তিতর্কের আসন থেকে বেরিয়ে এসে আদালতের কার্যধারার পবিত্রতার প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও উদাসীনতা দেখিয়ে শেষ সারিতে বসেছিলেন এরপরে, যখন উত্তরদাতা নম্বর। এবং ২-এর বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতে বক্তব্য রাখছিলেন, তখন শ্রী নেদুমপারা এগিয়ে এসে উত্তরদাতা নম্বর। এবং ২-এর বিজ্ঞ পরামর্শদাতাকে বাধা দিয়েছিলেন এবং আবার আদালতের প্রতি গালিগালাজ করেছিলেন এবং জোরালোভাবে জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর কথা শোনা উচিত এবং আদালতের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। যখন আমরা নির্দেশ করি যে মৌলিক বিষয়গুলিতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন যাতে আরও শুনানি শুরু করা যায়, তখন শ্রী নেদুমপারা আদালত থেকে বেরিয়ে যান এবং তারপর ফিরে আসেননি।

৫. আমরা দেখতে পাই যে আজ আদালতে যা ঘটেছে তা কেবলমাত্র সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক নয়, বরং বিচারিক কার্যধারার মর্যাদা ও পবিত্রতাকে প্রভাবিত করে এমন অত্যন্ত আপত্তিকর। শ্রী নেদুমপারার আচরণ কেবল আদালতের মর্যাদাকে নয়, ন্যায়বিচার প্রশাসনের স্বার্থকেও গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে আদালতের গুরুগম্ভীর কাজ হল আইন অনুসারে ন্যায়বিচার প্রদান করা এবং তাই, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে আদালতের অভ্যন্তরে কার্যধারা সর্বদা মর্যাদাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হয়। আদালতের কৌঁসুলি আদালতের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হবেন বলে আশা করা হয় এবং যদি শ্রী নেদুমপারার পক্ষ থেকে এই ধরনের অবমাননাকর আচরণ হয়। নেদুমপারাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় না, এটি আদালতের মর্যাদা হ্রাস করবে এবং আদালতের প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করবে। আমাদের মতে, শ্রী নেদুমপারার এই আচরণ আদালতের চরম অবমাননার সমান এবং তাই, আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর বিধান অনুসারে একটি পদক্ষেপ শুরু করা প্রয়োজন,

৬. আমরা, সেই অনুযায়ী, শ্রী ম্যাথিউ নেদুমপাড়া, আইনজীবী, ভারতের সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদ এবং আদালত অবমাননা আইনের ১৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করছি, যা দুই সপ্তাহ পরে ফেরত দেওয়া যাবে।শ্রী নেদুমপাড়াকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ভারতের সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদ এবং আদালত অবমাননা আইনের অধীনে তার আচরণ

এবং আচরণের উপর কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, যেমনটি আমরা উপরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি।"

৭. শ্রী নেদুমপারা ২০১৭ সালের ৬১৪ নম্বর বাণিজ্যিক মামলায় আনন্দ আগরওয়াল এবং আনার বনাম বিলাস চন্দ্রকান্ত গাওনকর এবং অন্যান্যদের ৭০৬ নম্বর প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি (এল) সম্পর্কিত বোম্বে হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি আদেশে উল্লেখ করেছেন। আদেশে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

" ১. এই সময়ে বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরুতর প্রকৃতির বিরোধের মধ্যে রয়েছে, যা সম্ভবত আগে কখনও ছিল না। এটা দেখা যাচ্ছে যে, কিছু মামলাকারী এবং তাদের আইনজীবীদের মধ্যে আদালতের সামনে মিথ্যা বিবৃতি এবং ভুল উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে কার্যত কোনও ভয় বা দ্বিধা নেই, যা যে কোনও এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগের লৌহ হাতে এই ধরনের নির্লজ্জ অনৈতিক এবং খারাপ আচরণের জন্য শূন্য সহনশীলতার সাথে মোকাবিলা করা উচিত।

২. নির্দিষ্ট কিছু মামলা-মোকদ্দমা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি সহ আদালতের মর্যাদা ও সম্মান নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে, যারা বিচারকদের এবং/অথবা তাদের বিরোধীদের এবং তাদের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে তুচ্ছ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করে ন্যায়বিচারের অবমাননা ও নিন্দা করার জন্য অসৎ ও অন্যায্য উপায় ব্যবহার করছে, যাতে আদালতে আগে করা গুরুতর উদ্যোগ এবং বিবৃতিগুলি বাতিল ও পিছিয়ে দেওয়া যায়। কিছু অসৎ মামলা-মোকদ্দমার এই বিদ্বেষপূর্ণ কার্যপদ্ধতি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য, কারণ এটি ন্যায়বিচারের সেই ভিত্তিকে নষ্ট করতে চায় যা বিচার বিভাগ অস্বীকার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের ক্ষেত্রে কোনও যোগ্যতা না থাকায় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল আদেশ পাস করা এড়ানোর জন্য, এই ধরনের অসৎ মামলাকারীরা অনুকূল আদেশ এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিরক্ষামূলক মামলা মোকদ্দমায় তাদের ফলস্বরূপ সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য তাদের আইনজীবীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করে।

৩. কিছু কিছু আইনজীবী দুঃখজনকভাবে সেই নৈতিকতার নিয়মাবলী ভুলে গেছেন বলে মনে হয় যা সমস্ত আইনজীবীদের নির্দেশ দেয়, যে তাঁরা প্রথমে আদালতের কর্মকর্তা এবং তারপরেই তাঁদের মক্কেলদের আইনজীবী। এটা দুঃখজনক যে এই ধরনের আইনজীবীরা তাঁদের মক্কেলদের অনৈতিক দুঃসাহসকে সহজতর করেন, প্রায়শই তাঁদের মক্কেলদের অসৎ আচরণকে উৎসাহিত করেন, বিচার বিভাগের উপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করেন এবং দুর্ভাগ্যবশত সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে অসম্মানিত করেন। এটি একটি বিদ্বেষপূর্ণ এবং নিন্দনীয় চক্র হয়ে উঠেছে যেখানে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অসৎ মামলাকারীরা অনৈতিক আইনজীবীদের সন্ধান করেন,

যারা মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক এবং অনুরূপ নতুন ও অসাধু মক্কেলদের আকৃষ্ট করার প্রলোভনে, সুবিধাজনকভাবে এই মহৎ পেশার উপর আরোপিত সমস্ত নৈতিকতা এবং আচরণবিধি উপেক্ষা এবং/অথবা ভুলে যাওয়া বেছে নেয়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সাথে আদালতগুলি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে যে মক্কেলদের ভাল এবং সৎ আইনজীবীদের পরিবর্তে অসাধু আইনজীবীদের প্রতিস্থাপন করতে কোনও দ্বিধা নেই, যারা কেবল তাদের মক্কেলদের পক্ষে অনুকূল আদেশ সুরক্ষিত করার জন্য যে কোনও অসৎ সময় ধরে কাজ করে।

৪, বর্তমান মামলা এবং প্রতিবাদী নং ১ / আবেদনকারীর আচরণ উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। প্রতিবাদী নং ১ শ্রী বিলাস চন্দ্রকান্ত গাওকার তার মামলার শুনানি জুড়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তার আইনজীবী এবং রেকর্ডে থাকা আইনজীবীদের সাথে আদালতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি মামলা সম্পর্কিত তার সমস্যাগুলি সমাধানে এই আদালতের সহায়তা নিয়েছিলেন, এর অনুসরণে অঙ্গীকারপত্র দিয়েছিলেন, সম্মতিপত্র গ্রহণ করেছিলেন এবং একই সাথে কাজও করেছিলেন। যাইহোক, প্রতিবাদী নং ১ তার দেওয়া অঙ্গীকারপত্রের একটি লঙ্ঘন করেছিলেন এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তিনি কৌশলে এবং দ্রুত তার আইনজীবীদের (যারা ইতিমধ্যেই পূর্বে পরিবর্তিত হয়েছিল) পরিবর্তন করেছিলেন এবং আইনজীবী শ্রী ম্যাথিউ নেদুমপাড়াকে অবহিত করেছিলেন, যিনি তাকে এই প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দাখিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের নোটিশে তিনি বলেছেন যে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ববর্তী সমস্ত আদেশ বাতিল এবং বাতিল, কারণ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তার মক্কেল শ্রী বিলাস চন্দ্রকান্ত গাওকারের জ্ঞানের অমঙ্গল। ম্যাথু নেদুমপারা, যিনি তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তি অফ মোশন দাখিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই বিজ্ঞপ্তি অফ মোশন-এ তিনি বলেছেন যে এই আদালতের পূর্ববর্তী সমস্ত আদেশ বাতিল এবং বাতিল কারণগুলির জন্য যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাঁর মক্কেল শ্রী বিলাস চন্দ্রকান্ত গাওকারের জ্ঞানের কাছে অসৎ।

৫. এই বিদ্বেষপূর্ণ এবং দুর্বোধ্য প্রস্তাবেরবিজ্ঞপ্তি এই আদালতের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অবমাননাকর অভিযোগগুলি স্থাপন করে/অভিযোগ করে, যা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য এবং আদালত অবমাননার পদক্ষেপকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিছক ছদ্মবেশী। অবমাননার আইনের অধীনে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য এই আদালতকে ভয় দেখানোর এবং কারসাজি করার এই নিন্দনীয় প্রচেষ্টা কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করার আহ্বান জানায়। দুর্বোধ্য অভিপ্রায়কে আড়াল করার প্রয়াসে, যা স্ফটিক স্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট, মামলাকারী শ্রী বিলাস চন্দ্রকান্ত গাওকর আবেদনে অসৎ/মিথ্যাভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন যে তিনি আদালতকে সর্বোচ্চ সম্মান করেন এবং এর অখণ্ডতাকে সম্মান করেন। এখানে এটা উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে, আমার সামনে আগের একটি মামলায়, যেখানে শ্রী ম্যাথিউ নেদুমপুরা এক পক্ষের হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি বারবার পুনর্ব্যক্ত করার পরে যে তিনি আদালতকে সর্বোচ্চ সম্মান করেন এবং

এর সততার প্রতি সম্মান জানায়, প্রার্থনা করতে এগিয়ে যায় যে আমি যেন তিনি যে সমস্ত বিষয়ে উপস্থিত হন সেগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিই। যাইহোক, সেই আবেদনটি ২৩ শতাংশ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের একটি বিস্তারিত রায় দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যা ২০১৫ (২) বোম. সি. আর. ২৪৭-এ প্রতিবেদন করা হয়েছিল।

৬. অতএব, এই ধরনের অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ আদালতের কঠোর হাতে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আদালতকে অবশ্যই এই ধরনের সমস্ত অনৈতিক আচরণের মোকাবিলা করতে হবে এবং মামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, এবং প্রয়োজনে তাদের অনৈতিক আইনজীবীরাও হতে হবে। এটি করতে ব্যর্থ হলে বিচার বিভাগকে গুরুতরভাবে বিপদে ফেলবে এবং আইনের শাসনকে ক্ষয় করবে, যা দেশের বিচার ব্যবস্থার জন্য একেবারে অবিচ্ছেদ্য। আদালতগুলিকে অবশ্যই দ্রুত এবং দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে, মিথ্যা ও তুচ্ছ অভিযোগের দ্বারা ভয় না পেয়ে, এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে আনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিদ্বেষপূর্ণ এবং অসৎ অভিযোগের দ্বারা ভয় না পেয়ে।

XXX XXX

"১৮. ..... আবারও, বিবাদী নং ১, যেহেতু তিনি জানেন যে তিনি তার উপরোক্ত প্রস্তাবেরবিজ্ঞপ্তি র সমর্থনে হলফনামায় মিথ্যা এবং ভুল বিবৃতি দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আইনজীবীরা তার অসৎ অবস্থানকে সমর্থন করবেন না, তাই তিনি তার আইনজীবীদের পরিবর্তন করেছেন এবং শ্রী ম্যাথিউ নেদুমপাড়ার মাধ্যমে অসৎভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, বাদীর নির্দেশে এই আদালত নথিভুক্ত করেছে যে সম্মতির ভিত্তিতে বিষয়টিকে আংশিক শুনানি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনি সম্মতি দেননি। যদিও এটা সত্য যে জুন, ২০১৭ থেকে আমার নিয়মিত কার্যভার বাণিজ্যিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল না, তবুও পরিসংখ্যান বিভাগের সেকশন অফিসার কর্তৃক প্রস্তুত করা একটি বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে যে ৩০টি বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং পক্ষগুলির সম্মতিতে আমার দ্বারা আংশিক শুনানি হিসেবে গণ্য হওয়া বাকি বিষয়গুলি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে রেজিস্ট্রার, জুডিশিয়াল-১-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যিনি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির কাছে তা পাঠিয়ে দেন। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো উক্ত বিবৃতিতে, ৫ জুন, ২০১৭ তারিখে আদালত পুনরায় খোলার পর, উপরোক্ত বিষয়ে নির্ধারিত তারিখগুলি সহ, আংশিক শুনানি হিসেবে বিবেচিত মামলাগুলির শুনানির জন্য আমার দ্বারা নির্ধারিত তারিখগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। আদালত পুনরায় খোলার পর, বিবাদী নং ১ থেকে ৫, তাদের আইনজীবীদের সাথে, ১২টি ভিন্ন শুনানির তারিখে আমার সামনে হাজির হন এবং কোনও পক্ষ বা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের কোনও অভিযোগ ছাড়াই আমি মামলাগুলিতে বেশ কয়েকটি আদেশ প্রদান করি। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, শুধুমাত্র যখন বিবাদী নং ১ তার দায়িত্ব থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন

তখন তিনি তার পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সত্য ও সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবগত আইনজীবীদের অব্যাহতি দেন এবং পরিবর্তে মিসেস রোহিনী আমিন এবং মিঃ ম্যাথিউ নেদুমপাড়াকে তথ্য চেপে ধরে, এবং তার জ্ঞানের অধীন মিথ্যা ও অসৎ ভিত্তিতে উপরোক্ত আবেদনটি করার জন্য অনুরোধ করেন।

১৯। ২০১৭ সালের ২৬ শতাংশ এপ্রিল তারিখের আদেশ প্রতিবাদী নম্বর। থেকে ৫-এর উপর জারি হওয়ার পর, বাদীরা তাদের হলফনামা-ইন-রিপ্লাই এবং এই প্রস্তাবের শুনানিতে তাদের জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে বিষয়টি এগিয়েছে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে প্রতিবাদী নং। আমি তার প্রত্যুত্তরপত্রে তার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছি এবং একটি সাধারণ অস্বীকার করেছি, তবে উত্তরে হলফনামায় বর্ণিত তথ্যগুলি নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করিনি। এমনকি তার যুক্তির সময়ও শ্রী নেদুমপারা জমা দেননি যে উত্তরে হলফনামায় বাদীদের দ্বারা যা বলা হয়েছে তা ভুল।

XXX XX XXX

"৪৯, এখানে উপরে বর্ণিত হিসাবে, ১ নং প্রতিবাদী এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে তাঁর দ্বারা করা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা এবং ভুল তিনি ভালভাবেই জানতেন যে তাঁর পূর্ববর্তী আইনজীবী আদালতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার তাঁর অসৎ পরিকল্পনার পক্ষপাতী হবেন না কারণ তিনি ১২ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশে নথিভুক্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। অতএব, তিনি তাঁর আইনজীবীকে পরিবর্তন করেন এবং শ্রী ম্যাথিউ নেদুমপারাকে এই আদালতের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কলঙ্কজনক অভিযোগ করে উপরের বিজ্ঞপ্তি অফ মোশনে তাঁর পক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য অবহিত করেন।

৫০। এখানে উপরে বর্ণিত ঘটনা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রী নেদুমপারার উপর নির্ভর করা মামলার আইনগুলি তাঁকে কোনওভাবেই সহায়তা করে না। এখানে উপরে বর্ণিত, সুপ্রিম কোর্ট এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিতে যেমন বলা হয়েছে, প্রতিবাদী নং দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি তাঁর উপর বাধ্যতামূলক এবং তিনি একই বিষয়ে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রয়েছেন।

৫১। এর পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছেঃ

(i) উপরের বিজ্ঞপ্তি অফ মোশন খারিজ করা হয়েছে।

(ii) বিবাদী নং ১-কে আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে বাদীদের ১০ লক্ষ টাকা দৃষ্টান্তমূলক খরচ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৮. এই আদেশের ফলাফল ছিল যে, শ্রী নেদুমপারা বম্বে হাইকোর্টের একক বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁর নিজের নামে ২০১৮ সালের ১১৮০ নং রিট পিটিশন দায়ের করার জন্য যথেষ্ট সাহস অনুভব করেছিলেন, যিনি এই আদেশটি পাস করেছিলেন, উক্ত একক বিচারককে উক্ত পিটিশনে একমাত্র উত্তরদাতা হিসাবে সাজানো হয়েছে। উক্ত পিটিশনের আবেদনগুলি ২৬.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশের ২ অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। উক্ত পিটিশনের ২ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ লেখা রয়েছেঃ

> " ২, বিজ্ঞ বিচারক (এখানে বিবাদী) যিনি ০৫/০৩/২০১৮ তারিখে ঘোষিত রায় অনুসারে 'উক্ত প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করেছেন, তিনি বিলাস গাওকারের উপর ১০,০০,০০০/- টাকার দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা আরোপ করে বিলাস গাওকারের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে, প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাখ্যান করার সময়, বিজ্ঞ বিচারক আবেদনকারী সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন যা আবেদনকারীর মতে ক্ষতিকর। এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে নিম্নলিখিত ত্রাণ চেয়ে এই আবেদনটি দায়ের করেছেন:
>
> *ক. যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিচার বিভাগীয় আদেশের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়, সেই নাগরিকের সমস্ত আইনি প্রতিকার, সাধারণ আইন, ন্যায়সঙ্গত ও ঘোষণামূলক, ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতির অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা, এমনকি আইনসভা, কার্যনির্বাহী এবং নাগরিকদের হাতে এই ধরনের লঙ্ঘনের মতো ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া এবং অন্যথায় ধরে নেওয়া সংবিধানের আই. আই. এল-এর অংশটিকে অকার্যকর করে তুলবে।*
>
> *খ. আবেদনকারীর পক্ষে উপরোক্ত (ক) আবেদন মঞ্জুর হওয়ার ক্ষেত্রে, তিনি উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে দেওয়ানি এবং এমনকি ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার অধিকারী। (যদিও আবেদনকারী কোনও ফৌজদারি কার্যধারা চালু করতে চান না) যতটা বিচারপতি কাথাওয়ালার পর্যবেক্ষণ, যা তাঁর পিঠের পিছনে দেওয়া হয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা এবং মানহানিকর, এমনকি ধরে নেওয়া যায় যে উক্ত পর্যবেক্ষণগুলি কোনও ভুল বা বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়াই করা হয়েছিল।*
>
> *গ. ঘোষণা করা যে সংবিধানের ১৩ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে, অধস্তন বিচার বিভাগ এবং উচ্চতর বিচার বিভাগের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যাবে না এবং উচ্চতর বিচার বিভাগও অধস্তন বিচার বিভাগের মতোই ১২ অনুচ্ছেদের অধীনে "রাষ্ট্রের" আওতায় আসে বলে ঘোষণা করা।*

ঘ. ৫.০৩.২০১৮ তারিখের প্রদর্শনী ক-এ বিচারপতি কাঠাওয়ালার হাতে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে আবেদনকারীর যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয় এবং অর্থের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়, তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

ঙ. উপরোক্ত (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত ত্রাণ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে তার উপর অর্পিত প্রতিকার প্রয়োগের জন্য দেওয়ানি আদালতে প্রেরণ না করে, বিচারপতি কাঠাওয়ালা, উত্তরদাতা নং ১-এর হাতে প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

চ. ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই মাননীয় আদালতের বিবেচনায় অন্য যে কোনও আদেশ।

এটা স্পষ্ট যে প্রার্থনা (খ), (ঘ), এবং (ঙ) স্পষ্টভাবে অবমাননাকর এবং এই দেশের একটি প্রধান হাইকোর্টের দ্বারা ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে বন্ধ করার একটি প্রচেষ্টা। হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির দ্বারা বিচারিকভাবে করা পর্যবেক্ষণের উপর হাইকোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করার জন্য আইনজীবীরা যদি যথেষ্ট সাহসী হতে পারেন, তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিজেই হুমকির মুখে পড়ে। ট্রাইবুনেল, বোম্বে হাইকোর্ট এবং এই আদালতের সামনে শ্রী নেদুমপারার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট যে উক্ত আইনজীবী এমন একটি আচরণ শুরু করেছেন যা এই দেশে ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে পরাজিত করার জন্য গণনা করা হয়।

৯, যখন আদালতের সামনে অবমাননা করা হয়, তখন বিচারকদের হাত পিঠে বাঁধা থাকে না। এই আদালতের মহিমা এবং বিচার প্রশাসন উভয়ই দাবি করে যে এই ধরণের অবমাননাকর আচরণ কঠোরভাবে মোকাবেলা করা উচিত। সুখদেব সিং সোধি বনাম প্রধান বিচারপতি এস. তেজা সিং, ১৯৫৪ এসসিআর ৪৫৪ মামলায় এই আদালতের একটি প্রাথমিক রায় সতর্কতার সাথে এগিয়ে গেছে, কিন্তু স্পষ্ট করে দিয়েছে যে যেখানে একজন বিচারককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, সেখানে আদালতের সামনে অবমাননার ক্ষেত্রে বিচারকের পক্ষে নিজেই বিষয়টি মোকাবেলা করা উপযুক্ত হবে। এই আদালত আইনটি এভাবে বলেছে:

"তবে আমরা আরও যোগ করতে চাই যে, যদিও এই ধরনের মূল পিটিশনে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়ার কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই, তবুও আমরা ন্যায়বিচারের সাধারণ নীতির ভিত্তিতে এটিকে 'কাম্য' বলে মনে করি যে, ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত একজন বিচারকের যতদূর সম্ভব অবমাননার বিষয় শোনা উচিত নয়, যা তাকে ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন করে। এটি অন্যথায় যখন আক্রমণটি ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয় না।

আমরা কোনও সাধারণ নিয়ম স্থাপন করি না কারণ এমন কিছু মামলা থাকতে পারে যেখানে 'এটি অসম্ভব', যেমন, এমন একটি আদালত যেখানে কেবল একজন বা দুজন বিচারক থাকেন এবং উভয়কেই আক্রমণ করা হয়। অন্যান্য মামলাও 'উঠতে পারে যেখানে বিচারকের পক্ষে বিষয়টি নিজেই মোকাবেলা করা আরও সুবিধাজনক এবং যথাযথ', যেমন অবমাননার ঘটনা। আমরা কেবল এটুকু বলতে পারি যে এটি বিচারকদের সদিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, যারা, আমরা আত্মবিশ্বাসী, নিজেদেরকে সেই নিষ্পেষিত মর্যাদা এবং ভদ্রতা দিয়ে সান্ত্বনা দেবেন যা তাদের উচ্চ পদের জন্য উপযুক্ত এবং প্রায়শই উদ্ধৃত নীতিটি মনে রাখবেন যে ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয় বরং তা করা উচিত সকল সংশ্লিষ্টদের দ্বারা এবং বিশেষ করে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা, যাকে সর্বদা, যতদূর সম্ভব, আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দেওয়া উচিত যে তিনি যেসব বিচারকদের দ্বারা একটি ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ বিচার পাবেন যাদের তার মামলায় কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উদ্বেগ নেই।

(পি পি এ. ৪৬৪-৪৬৫)

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০. লেইলা ডেভিড (২) বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০৯) ৪ এস. সি. সি. ৫৭৮ মামলায়, দুইজন বিজ্ঞ বিচারক এই বিষয়ে মতবিরোধ প্রকাশ করেন যে, আদালতের সামনে অবমাননার বিষয়টি সংক্ষেপে মোকাবিলা করা যেতে পারে কিনা, এবং কে বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজন নেই। অবমাননাকারীরা, এবং সেখানে তাদের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে কি না এবং তারপর। বিচারপতি পাসায়াত বলেন যে, এটি প্রকৃতপক্ষে আদালতের কর্তব্য। গাঙ্গুলি, বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, লেইলা ডেভিড (৬) বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৩৩৭ মামলায়, আইনটির নিষ্পত্তি করে, এটি স্পষ্ট করে যে বিচারপতি পাসায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি আইনের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

" ২৮. অবমাননার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত কার্যধারার ক্ষেত্রে, আমাদের অভিমত হল যে, ভারতীয় সংবিধানের ১২৯ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি বিবেচনা করে একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়াত তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে ছিলেন। যদিও, আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর ১৪ নং ধারায় আদালতের সামনে ফৌজদারি অবমাননার ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে এটি আদালতকে সংক্ষিপ্ত কার্যধারার আশ্রয় নিতে বাধা দেয় না যখন একটি ইচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত বিতর্কিত ঘটনা তাদের চোখের সামনে ঘটে এবং প্রবীণ আইন আধিকারিক সহ জনসাধারণ, যেমন ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি তখন ভারতের সলিসিটর জেনারেল ছিলেন,

২৯. যদিও গাঙ্গুলি যেমন উল্লেখ করেছেন, জিত একটি বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা এবং একটি স্বাস্থ্যকর নীতি যে কোনও ব্যক্তিকে অশ্রুতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়, বিশেষত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সাথে জড়িত আদালত অবমাননা সম্পর্কিত কোনও মামলায় এবং তার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কারণ দেখানোর সুযোগ দেওয়া উচিত, এমন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে এই জাতীয় পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় বলে বাতিল করা যেতে পারে।

৩০. বিচারপতি পাসায়াতের সভাপতিত্বে আদালত কক্ষে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা আদালত কক্ষের সীমার মধ্যে ছিল এবং বিপুল সংখ্যক লোকের দ্বারা সাক্ষী হয়েছিল এবং জুতো নিক্ষেপের বিষয়টিও ডঃ সরিতা পারিখ স্বীকার করেছিলেন, যিনি তাঁর আচরণের জন্য কোনও অনুশোচনা প্রকাশ না করে যা করেছিলেন তার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অন্যান্য অবমাননাকারীদের দ্বারা সমর্থিত ছিলেন। এই ধরনের স্বীকারোক্তির আলোকে, বিচারপতি পসায়াত, ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না। "

XXX XXX

" ৩৫. আদালত অবমাননা আইনের ১৪ নং ধারায় নিঃসন্দেহে বিজ্ঞপ্তি জারি করা এবং অবমাননকারীদের কাছে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি সন্তুষ্ট করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। তবে, যেখানে তাৎক্ষণিক প্রকৃতির কোনও ঘটনা বিজ্ঞ বিচারকদের উপস্থিতি ও দৃষ্টির মধ্যে ঘটে, তা আদালতের সামনে অবমাননার সমান এবং ঘটনার সময়ই এর মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আদালতের মর্যাদা ও মহিমা বজায় রাখার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। যখন কোনও আদালতের কার্যক্রমে প্রিজাইডিং অফিসারের দিকে জুতোর মতো কোনও জিনিস নিক্ষেপ করা হয়, তখন উদ্দেশ্যটি কেবল বিচারককে কলঙ্কিত করা বা অপমান করা নয়, বরং প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেই কলঙ্কিত করা এবং এর ফলে জনসাধারণের চোখে এর মর্যাদা হ্রাস করা।

১১. বিহারের রাম নিরন্তর রাজ্যে লেইলা ডেভিড (৬) (উপরে) অনুসরণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য, (২০১৪) ১২ এস. সি. সি ১১ এইভাবে '

" ১৬. সুতরাং, যখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের সামনে অবমাননা করা হয়, যাতে বিচারককে কলঙ্কিত বা অপমান করা হয়, তখন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। যদি আদালত 'এই ধরনের অবমাননা কঠোর হাতে মোকাবেলা না করে, তাহলে এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি কলঙ্কিত হতে পারে' যার ফলে জনসাধারণের চোখে এর মর্যাদা হ্রাস পেতে পারে। আদালত জনগণের জন্যই বিদ্যমান। আদালত জনগণের বিশ্বাসকে লালন করে।

সেই বিশ্বাসের অবক্ষয় রোধ করতে আদালতের সামনে অবমাননার বিরুদ্ধে কঠোর আচরণের প্রয়োজন। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আপিলকারী অনুশোচনাপূর্ণ ছিলেন না। তিনি ক্ষমা চেয়ে কোনও হলফনামা দাখিল করেননি বা মৌখিকভাবে হাইকোর্টকে বলেননি যে তিনি অনুশোচনা করেছিলেন এবং ক্ষমা চাইতে চেয়েছিলেন। এমনকি এই আদালতেও তিনি ক্ষমা চাননি। অতএব, যেহেতু অবমাননা গুরুতর ছিল এবং এটি হাইকোর্টের সামনে সংঘটিত হয়েছিল, তাই বিজ্ঞ বিচারকদের হাইকোর্টের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। আপিলকারীকে তার প্রতিরক্ষা করার কোনও সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি। অতএব, আবেদনকারীর এই জমা দেওয়া অবশ্যই বাদ দিতে হবে। "

১২. আর. কে. আনন্দ বনাম দিল্লি হাইকোর্ট, (২০০৯) ৮ এস. সি. সি. ১০৬ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ আইনটি পরীক্ষা করে বলেছিল যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আদালতে উপস্থিত হতে আইনজীবীকে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ এমন একটি শাস্তি যা অবমাননার এখতিয়ারে আরোপ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে রায়গুলি পরীক্ষা করার পরে, এই আদালত বলেছিলঃ

"২৩৮. সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে. [(১৯৯৮) ৪ এস. সি. সি. ৪০৯] একজন আইনজীবীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আদালতে উপস্থিত হতে নিষেধ করার নির্দেশকে তার 'আইন অনুশীলন করার অধিকার এবং বাধা'-র সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অস্বীকার হিসাবে দেখা হয়েছিল। [যদিও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের ৮০ অনুচ্ছেদে। মামলা [(১৯৯৮) ৪ এস. সি. সি. ৪০৯], যেমনটি আগে দেখা গেছে (এখানে ২৩০ অনুচ্ছেদে), একটি পর্যবেক্ষণ রয়েছে যে একটি প্রদত্ত মামলায় এই আদালত বা হাইকোর্টের পক্ষে অবমাননাকারী আইনজীবীকে তার সামনে উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া সম্ভব হতে পারে যতক্ষণ না সে অবমাননা থেকে নিজেকে মুক্ত করে। ক্যাপ্টেন হরিশ উপ্পল (২০০৩) ২ এস. সি. সি ৪৫] এটিকে পেশাদার অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে দেখা হত না, বরং আদালতের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং আদালতের মর্যাদা ও সুশৃঙ্খল কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হত। আমরা শ্রদ্ধার সাথে যোগ করতে পারি যে কোনও প্রদত্ত মামলায় ফৌজদারি অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোনও আইনজীবীকে আদালতে উপস্থিত হতে না দেওয়ার নির্দেশ কেবল আদালতের মর্যাদা ও সুশৃঙ্খল কার্যকারিতা বজায় রাখার ব্যবস্থা নয়, আদালতের আত্মরক্ষা এবং আদালতের কার্যধারার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আসুন সেই মামলাটি নেওয়া যাক যেখানে কোনও আইনজীবী কোনও বিচারকের নামে বা তাকে প্রভাবিত করার অজুহাতে অর্থ গ্রহণ করেছেন বলে দেখানো হয়েছে; অথবা যেখানে কোনও আইনজীবী আদালতের নথির সাথে হস্তক্ষেপ করছেন বলে প্রমাণিত হয়

অথবা যেখানে কোনও আইনজীবীকে আদালতের জাল আদেশে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে দেখা যায় (জাল জামিনের আদেশগুলি বেশ কয়েকটি হাইকোর্টে অজানা নয়!); অথবা যেখানে কোনও আইনজীবী বিচারকদের ধমকানো এবং গালিগালাজ করার অভ্যাসে পরিণত করেছেন এবং সেই ভিত্তিতে কোনও "অসুবিধাজনক" আদালত থেকে মামলা স্বচ্ছতা করার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন; অথবা যেখানে কোনও আইনজীবীকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন এবং অপ্রমাণিত অভিযোগ পিটিশনগুলি উচ্চতর আদালতে পাঠানোর অভ্যাস বলে মনে করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই 'উদাহরণগুলি কল্পনা থেকে নয়। এই জিনিসগুলি আমরা স্বীকার করতে চাই তার চেয়ে বেশি ঘন ঘন ঘটছে।

২৩৯. আমরা আরও যোগ করতে পারি যে এই দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণ নয়, তবে এমন অন্যান্য উপায়ও থাকতে পারে যাতে কোনও অপরাধীর আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ আদালতের কার্যধারার বিশুদ্ধতার জন্য প্রকৃত এবং আসন্ন হুমকি সৃষ্টি করতে পারে, যে কোনও আদালতের কার্যকারিতার জন্য কার্ডিনাল, একটি গুরুতর অপরাধ এবং আদালত অবমাননা এবং পেশাদার অসদাচরণ গঠন করা ছাড়াও। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আদালতের কেবল অধিকারই নেই, বরং নিজেকে রক্ষা করার এবং তার কার্যধারার বিশুদ্ধতা কোনওভাবেই দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাও রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে অপরাধীকে যথাযথ সময়ের জন্য আদালতে উপস্থিত হতে বাধা দেয়।

২৪০. প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হরিশ উপ্পল ((২০০৩) ২ এস. সি. সি ৪৫)-এ ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আদালতের এই ধরনের নির্দেশকে 'পেশাদার অসদাচরণের শাস্তির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। উপরন্তু, আদালতে উপস্থিতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সিদ্ধান্তে নির্দেশিত অন্যান্য উপায়ে তার আইনি অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার অধিকারকে প্রভাবিত করে না। আমরা সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করছি যে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হরিশ উপ্পল বনাম ভারত সরকার [(২০০৩) ২ এস. সি. সি ৪৫]-এর সিদ্ধান্তটি বিষয়টিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে রাখে এবং আমাদের সামনে থাকা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অবশ্যই তা অনুসরণ করতে হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩, এই ধরনের আচরণ কঠোর শাস্তির দাবিদার। যদিও আমরা শ্রী নেদুমপারাকে এই আদেশেই শাস্তি দিতে পারতাম, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আমরা শ্রী নেদুমপারাকে আদালতের সামনে অবমাননা করার জন্য তাঁর উপর আরোপিত শাস্তি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করি, আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ফেরতযোগ্য বিজ্ঞপ্তি।

১৪. এই রায় আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে মহাসচিবের মাধ্যমে এই দেশের প্রতিটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং বার কাউন্সিল অফ কেরালায় পাঠানো হবে।

১৫. রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে, রিট পিটিশনটি মূলত ইন্দিরা জয়সিং বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মহাসচিব ও অন্যান্যদের মাধ্যমেপ্রতিবেদন করা আমাদের রায়ের দ্বিতীয় পর্যালোচনা চায়। (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৭৬৬। অন্যথায়, এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে ৩২ অনুচ্ছেদের একটি পিটিশন এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নয়। আমরা আরও মনে করি যে অ্যাটর্নি অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ধারা ১৬ (২) এমন একটি বিধান যা অসাংবিধানিক বলা যায় না এবং সিনিয়র অ্যাটর্নি পদবি পুরস্কারের বিষয় বা অধিকারের বিষয় হিসাবে হতে পারে না।

১৬. এই কারণে রিট পিটিশন খারিজ হয়ে যায়।

অঙ্কিত জ্ঞান রিট পিটিশন খারিজ,

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta